মতামত

এই সব অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীরা

রহমান ঘরামী

গত ২ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। এসএসসি পরীক্ষা ফি বছরই হয়। আমাদের দেশের শিক্ষার যতোগুলো স্তর রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই এসএসসি বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। এবার প্রায় ১০ লাখ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এবারকার এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই আলোচনার ঝড় তুলেছে। অবশ্য এসএসসি পরীক্ষা বরাবরই আলোচিত একটি বিষয়। এসএসসি পরীক্ষা শুধু একটি পরীক্ষা নয়, এটি একটি উৎসব। এক সময় আমাদের দেশে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নিয়ে মেতে উঠতো একেকটা গ্রাম। সমাজের মানুষ মিলাদ পড়িয়ে, দোয়া খায়ের করতো তার সাফল্য কামনায়। পরীক্ষার আগে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে তাকে দিয়ে যেতো এটা সেটা ভালোমন্দ খাবার। মোট কথা একজন পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে এক একটি সমাজে বিরাজ করতো আনন্দের আবহ। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় এসএসসি পরীক্ষা এখন আর সামাজিক উৎসব নয়। প্রায় প্রতিটি ঘরে এক আধজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ায় এটি পরিণত হয়েছে পারিবারিক উৎসবে। তবে এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে বাবা-মা, অভিভাবকদের আবেগ উৎকণ্ঠার পরিমাণ বিন্দুমাত্র কমেছে বলে মনে হয় না। এখনো একজন পরীক্ষার্থীকে নিয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তি পরীক্ষার হলে যান। নিয়ে যান ডাব কেটে। এখনো সেই আবেগ নিয়েই পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হন তার অভিভাবকরা যেমনটা করতেন আগে। এসএসসি পরীক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা গত কয়েক বছর বেশ বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি। আর এই বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে নকল। পরীক্ষায় নকল কোনো নতুন বিষয় নয়। এ দেশে সব সময়ই, সব পরীক্ষায়ই নকল হয়েছে। তবে বর্তমানে এই নকলের প্রবণতা যেন মহামারী আকার ধারণ করেছে। গত ৩/৪ বছরে প্রতিবারই এসএসসি পরীক্ষাবিষয়ক যে রিপোর্টগুলো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রায় অভিন্নভাবে যে রিপোর্ট লেখা হয়েছে তা হচ্ছে নকলের মহোৎসব। তবে এ বছর যে নকল হয়েছে তা শুধু মহোৎসবকেই হার মানায়নি, হার মানিয়েছে বাংলা ভাষাকেও। কারণ এ বছরের নকল পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য মহোৎসব শব্দতে কুলোবে না যে শব্দটি লাগবে তা নেই বাংলা ভাষায়। আর এই ধরনের চরম নৈরাজ্যকর অবস্থায় হতাশা প্রকাশ করেছেন দেশের সকল সচেতন ব্যক্তি। একটি জাতীয় দৈনিক তো প্রশ্নই তুলেছে যে, এভাবে হলে পরীক্ষা হওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? আমাদেরও একই প্রশ্ন এখন যেভাবে পরীক্ষা হচ্ছে তাতে আদৌ পরীক্ষা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা?

নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনার সন্তান অসৎ হওয়ার প্রথম পাঠ কিন্তু আপনাদের হাত থেকেই পেলো। আজ আপনি তাকে নকল সরবরাহ করে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার এই সন্তানই যে তার আগামী দিনের দুর্ভোগের জন্য আপনাকে দায়ী করবে না তা-আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন?

তবে এ বছর শুধু নকল নয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে ছয় জন মানুষ। পরীক্ষা কেন্দ্রে টুকটাক হাঙ্গামা, মারপিট ফিবছরই হয় পুলিশের সঙ্গে গুলি করার মতো ঘটনাও ঘটে। তবে পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা যাওয়ার ঘটনা বোধ করি এই প্রথম ঘটলো।

যাই হোক, পরীক্ষা প্রসঙ্গে আসি। প্রত্যেক বাবা-মা, প্রত্যেক অভিভাবকই চান তাদের সন্তান পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করুক। এ জন্য তারা তাদের সাধ্য মতো চেষ্টাও করে থাকেন। তবে ইদানীং তাদের সে চেষ্টার ধরন অনেকটা বদলে গেছে। এখন অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের উৎরে আনার জন্য একেবারে জান কোরবান। পরীক্ষা হলের চারপাশের যে ছবি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যেমনি প্রকাশিত হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের নকল করার দৃশ্য তেমনি প্রকাশিত হয়েছে নকল সরবরাহের জন্য অভিভাবকদের দুঃসাহসী যতো সব অপচেষ্টার ছবি। এ সব অভিভাবক যে তাদের সন্তানকে খু-উ-ব ভালোবাসেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তারা এ কোন পথ বেছে নিচ্ছেন? সন্তান নকল করলে সে জন্য যেখানে অভিভাবকরা তাদের শাসন করবেন সেখানে তারা নকল সরবরাহ করছে, পুলিশের সঙ্গে মারামারি করেছে। অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের নমুনা বটে। নকল সরবরাহের ক্ষেত্রে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে যারা থাকেন তারাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আর তাই পরীক্ষার হলে ঢুকেই পরীক্ষার্থীরা হাত করে পিয়ন ও দফতরিদের। তারা টু পাইসের বিনিময়ে নকল সরবরাহ করে থাকে পরীক্ষার্থীদের। হলে পরীক্ষার্থীরা নকল সরবরাহের কাজে আরো যোগ্য ব্যক্তিদের সাহায্য পাচ্ছে। এখন খোদ পরিদর্শনকারী শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নকল সাপ্লাই করে থাকেন। যাদের নিয়োজিত করা হয় ছাত্ররা যাতে অসদুপায় অবলম্বন না করে তা দেখার জন্য তারাই এখন নকল সরবরাহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ যেন বেড়ার ফসল খাওয়ার ঘটনার মতো। দেখা যাচ্ছে নৈতিক অধঃপতনের দিক দিয়ে শুধু ছাত্ররাই এগিয়ে যায়নি। এগিয়ে গেছেন তাদের অভিভাবক এমনকি শিক্ষকরাও। আর তাই পরীক্ষার হল থেকে শুধু পরীক্ষার্থীরাই বহিষ্কৃত হচ্ছে না বহিষ্কৃত হচ্ছেন সম্মানিত শিক্ষকরাও। এ ঘটনার জন্য আমাদের জাতীয়ভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত।

অভিভাবকদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা কি বুঝতে পারছেন এই নকল সরবরাহ করে আপনারা আপনাদের সন্তানদের কি ক্ষতি করছেন? আপনারা কি অনুধাবন করতে পারছেন যে, আপনারা আপনাদের সন্তানদের দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে উৎসাহী করে তুলছেন? শুধু তাই নয়, কিভাবে দুর্নীতি করতে হয় তার তালিমও দিচ্ছেন। আপনার সন্তানের মঙ্গল কামনায়ই হয়তো আপনি এটা করছেন কিন্তু এটা কোন কল্যাণ করছেন তাদের! নীতিকথা আর তত্ত্ব কথা বলে হয়তো কেউ কেউ হেসে উড়িয়ে দেবেন কিন্তু এটা তো ঠিক যে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে শেখা, সত্যকে গ্রহণ আর অসত্যকে বর্জন করতে শেখা। কিন্তু এই যে নকল করে একদল ছেলেমেয়ে পাস করছে তারা কি শিক্ষার এই প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না?

নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনার সন্তান অসৎ হওয়ার প্রথম পাঠ কিন্তু আপনাদের হাত থেকেই পেলো। আজ আপনি তাকে নকল সরবরাহ করে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার এই সন্তানই যে তার আগামী দিনের দুর্ভোগের জন্য আপনাকে দায়ী করবে না তা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন? যদি প্রকৃত অভিভাবক হন, তাহলে আপনার ঘরে যে পরীক্ষার্থী তাকে নকল সরবরাহ না করে বই নিয়ে বসান।

রহমান ঘরামী : লেখক, চাকরিজীবী।